মেঘনা আনসার আলী উচ্চ বিদ্যালয় তিন বছরেও অনুমোদন পায়নি

৬শ' শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

আবদুল মালেক, মেঘনা (কুমিল্লা)

একাডেমিক স্বীকৃতি না থাকায় কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার তুলাতলী বাজার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত আনসার আলী (জুনিয়র) উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬শ'শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিৎ হয়ে পড়েছে।

এলাকার তুলাতলী, কাচারিকান্দি, শিবনগর, চালিভাঙ্গা, ইসলামপুর, নলচর, ফরাজিকান্দী, রামপ্রসাদেরচর, টিটিরচর, মৈশারচর, বড়ইয়াকান্দী ও রঘুনাথপুর গ্রামের শিক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা এই বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পশ্চিমে সোনারগাঁও, পূর্বে চন্দনপুর বিদ্যালয়, দক্ষিণে মুজাফ্ফর আলী বিদ্যালয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে ও বর্ষকালে নৌকা গিয়ে লেখাপড়া করতে যেতে হত।

এই দশ গ্রামের তথা দু'টি ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বর্তমান মেঘনা উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুস সালাম তার বাবার নামে এলাকাবাসীর সার্বিক কল্যাণে ৫৯ শতাংশ জমি দানসহ নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিতা করেন। এবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গাজী মোঃ দেলোয়ার হোসেন। সহকারী হিসেবে আছেন ১০ জন শিক্ষক। মেঘনার তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। নিজস্ব ইউনিফর্ম, খেলার মাঠসহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা থাকায় শিক্ষার্থীদের পদচারনা ও কোলাহলে মুখর। এল প্যাটার্ণে পরস্পর সংযুক্ত দু'টি সেমিপাকা ভবনে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ চারটি শ্রেণী কক্ষ, একটা গ্রন্থাগার, একটি অফিস রুম রয়েছে।

বিদ্যালয়টি অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে গত ১২মে মেঘনা উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম তদন্ত প্রতিবেদনে বলেন, সরকার কর্তৃক বিদ্যালয়টির দ্রুত পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং বিধি মোতাবেক পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি পেলে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জল দিগন্তের সূচনা করবে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. নুরুল আমিন বলেন, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবহেলিত এই চরাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। অবিলম্বে বিদ্যালয়টির একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য এলাবাবাসী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।